**অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২, উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ, ঢাকা, বুধবার, ১৯ মাঘ ১৪১৮, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষক প্রফেসর উইলিয়াম র‌্যাডিচি,

লেখক ও প্রকাশকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

একুশ বাঙালি জাতির চেতনা ও গৌরবের উৎস। আমাদের এই চেতনার বহিঃপ্রকাশই ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। বাংলা একাডেমী আয়োজিত মাসব্যাপী এ গ্রন্থমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

১৯৫২ থেকে ২০১২, ৬০ বছর। মায়ের ভাষাকে মর্যাদার আসনে বসাতে গিয়ে ৬০ বছর আগে প্রাণ দিয়েছেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউরসহ আরো অনেকে। আমি তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর হাতে বার বার বন্দী হয়েছিলেন।

স্মরণ করছি, ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে, যিনি ১৯৪৮ সালে উর্দু ও ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবী জানিয়েছিলেন।

স্মরণ করছি, ৩০ লাখ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় চার নেতাকে। সহমর্মিতা জানাচ্ছি, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের, নির্যাতিত মা-বোনদের।

সুধিবৃন্দ,

দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি জাতি নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে দল-মত নির্বিশেষে গোটা বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন।

এভাবেই আসে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। তারপরের ইতিহাস শুধুই শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। বাঙালি জাতি সকল বঞ্চনার অবসান চায়। স্বাধীকার চায়। আসে ঐতিহাসিক ছয় দফা। সত্তরের নির্বাচনে বাঙালি জাতি ও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা শুরু করে ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা।

১৯৭১ এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে রক্ত ভেজা লাল-সবুজের পতাকা। স্বাধীন ভূখন্ড। নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীত। একুশের চেতনার চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

সুধিবৃন্দ,

ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। একুশে গ্রন্থমেলা বাঙালির এই সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের উজ্জ্বল স্মারক। দেশের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উৎসব। বাঙালির এই মিলন মেলা আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-আবিস্কার ও আত্মপ্রকাশের উৎস স্থল।

বই পিপাসুরা এই মেলার জন্য বছর ধরে অপেক্ষা করেন। কারণ নতুন বইয়ের প্রতি পাঠকের অবারিত আকর্ষণ থাকে।

কবিগুরু যেমনটা তাঁর ‘মহুয়া' কাব্যে নতুনকে বরণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে গোধুলিরে করে ম্লান',

তাহারি আড়ালে নবীন কালের কে আসিছে সে কি জানো।

বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী

করে কানাকানি ‘কে আসে কী জানি',

বলে মর্মরে ‘অতিথির তরে অর্ঘ্য সাজায়ে আনো'।।

এ মেলাকে ঘিরে অনেক লেখক-প্রকাশকের হাতেখড়ি হয়। এজন্য আমি নবীন-প্রবীণ সকল লেখক, প্রকাশক, পাঠককে অভিনন্দন জানাই।

সুধিমন্ডলী,

বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা একাডেমী ১৯৭৪ সালে এই একুশের মাসেই প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক নাট্যকার এবং নাটকের দল যোগ দেন। বঙ্গবন্ধু এ মহাসম্মেলনে বাঙালি-জাতিসত্তা ও বাঙালি সংস্কৃতির নীতি-আদর্শ তুলে ধরেন। আমরা জাতির পিতার সেই নীতি-আদর্শই অনুসরণ করছি।

আমরা বাংলা একাডেমীর গবেষণা কর্ম জোরদার করেছি। ভাষা আন্দোলন যাদুঘর ও লেখক যাদুঘর নির্মাণ করেছি। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করেছি।

আমরা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘বই পড়া' প্রবন্ধে বলেছেন, ‘যে জাতির জ্ঞানের ভান্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী।'

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল পাঠ্য বইয়ের ই-বুক সংস্করণ তৈরি করেছি। ই-লার্নিং এর সুযোগ বাড়িয়েছি।

বই হচ্ছে সঞ্চিত সকল জ্ঞানের আধার। ঝকঝকে ছাপার অক্ষরে স্থায়ীভাবে লেখা বইয়ের শক্তি অতুলনীয়। এর গুরুত্ব কখনো কমবে না।

আমাদের নতুন প্রজন্ম বই থেকে মূল জ্ঞানটা নিচ্ছে। আর নেট থেকে সেই জ্ঞানের পরিধি বাড়াচ্ছে। তাদের এই জ্ঞান পিপাসা মেটানোর লক্ষ্যে আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে দোয়েল ল্যাপটপ তৈরি করছি। আপনারা ছেলে-মেয়েদের হাতে বেশি বেশি বই তুলে দিন। সমাজকে আলোকিত করায় অবদান রাখুন।

সুধিমন্ডলী,

একুশের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে আমাদের প্রত্যেককেই সজাগ থাকতে হবে। স্বাধীনতার চেতনা নস্যাৎকারীদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার চার মূল স্তম্ভকে যারা অস্বীকার করে তারা একুশের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু। তাদেরকে যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে তারা জাতির শত্রু। গণতন্ত্রের শত্রু। আমাদের কবি-সাহিত্যিকরাই পারেন তাঁদের সৃষ্টি দিয়ে এ বিপথগামীদের স্বাধীনতামুখী করতে। এখানে প্রকাশকদেরও বড় ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি।

লেখনীর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার সুযোগ করে দিতে হবে। যাতে তারা অপশক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা পায়।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্বসমাজ ভাষা আন্দোলনে আমাদের ত্যাগ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। ১৯৯৯ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ফলে বিশ্বের বহু বিপন্ন ভাষা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার গবেষণা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এ ইনস্টিটিউট কাজ করবে। মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের এ গৌরব, আমাদের এ অর্জনকে কোনোভাবেই ম্লান হতে দেব না।

সুধিমন্ডলী,

এই বইমেলা উপলক্ষে প্রতিবছর প্রচুর বই ছাপা হয়। পরিমাণগত নয়, গুণগত উৎকর্ষ অর্জন করাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নিতে লেখকের অধিকার সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কপিরাইট গ্রহণ ও সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানাই।

পরিশেষে এই গ্রন্থমেলা সুন্দর হোক, উন্নত মানের বইয়ে সমৃদ্ধ হোক এবং তরুণ প্রজন্মকে গ্রন্থপাঠে উদ্বুদ্ধ করুক-এই কামনা করে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...